দৈনিক সংবাদ

৩০/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬.....

আপেল মাহবুব

আয়োজন

জাপানের অবু জুনিয়র হাইস্কুলে একদিন

৪ঠা অক্টোবর। সময়টা সকাল বেলা। ঘড়ির কাটা ছুঁই ছুঁই করছে ১০টার ঘরটায়। হঠাৎ আমাদের চার্টার্ড বাসটি থমকে দাঁড়ালো। চোখ ফেরাতেই দেখি বিশাল এক চত্বর। যার একপাশে সগর্বে দাঁড়িয়ে দুটি শিক্ষা ইমারত। আর অন্যপাশে খোলা প্রান্তর। আরো সতর্ক দৃষ্টি ফেলতেই দেখা গেলো একটি তিনতলা ভবনের চূড়ান্তে দাঁড়িয়ে বেশকিছু ছাত্রছাত্রী ভাই-বোন। ছেলেদের পরনে সাদা শার্ট ও নেভি ব্লু স্কার্ট। তারা আমাদের হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ভাল লাগল। বাস ছেড়ে নামলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সিনিয়র শিক্ষকরা আমাদের স্বাগত জানিয়ে নিয়ে গেলেন সভা কক্ষে। মাঝপথে নিজ জুতো পরিবর্তন করে আমাদের পরতে হলো স্কুল ভবনে প্রবেশের জন্য সবুজ রঙের বিশেষ স্যান্ডেল। এ বিষয়টি অতিথি থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রায় ৫১ হাজার বর্গমিটারের স্কুল ক্যাম্পাসে ৮ হাজার ১শ ৩৯ বর্গমিটারের তিনতলা ভবনের পাশাপাশি রয়েছে ২০ হাজার ৯শ ৫৭ বর্গমিটারের ক্লাস এ ক্লাসে তখন ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র Koto প্রশিক্ষণ চলছিল। বারটি তারের সমন্বয়ে তৈরি বড়সর লম্বাটে এ বাদ্যযন্ত্রটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। হয়তো তাই প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট আমরা ব্যয় করি এ ক্লাসে। সাথে সাথে গ্রহণ করি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ।

যখন হলাম শিশু

মিউজিক ক্লাসশেষে তড়িঘড়ি করে পোশাক পরিবর্তন করে আমরা প্রবেশ করলাম জিমনেশিয়ামে প্রায় শ'খানেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মেতে উঠলাম সমতালে। লাফ-ঝাঁপ, ছোটাছুটি কোন কিছুই বাদ পড়ল না। বয়সকে বশ মানিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমরা হয়ে গেলাম সুখী শান্তিময় শিশু।

রসনা বিলাস

খেলাশেষে খানিক বিশ্রাম। এরপর একে একে ছাত্রছাত্রীদের হাত ধরে চলে গেলাম একেকজন একেকটি ক্লাসে। সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল খাবার। এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়, সেটি হলো জাপানের ৪৭টি প্রিফেকচারের (আমাদের জেলার মতো) প্রত্যেকটিতে বিশেষ সরকারি প্রতিষ্ঠান খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রস্তুত করে বিভিন্ন স্কুলে প্রেরণ করে; কিন্তু আইটি প্রিফেকচারের অন্তর্গত অবু জুনিয়র হাইস্কুল ব্যতিক্রম। তারা ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্ব-উদ্যোগেই খাবার প্রস্তুত করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের সাথে খাবার গ্রহণ আর কোয়েল পাখির ডিমের গন্ধ আজো আমাদের স্মৃতিতে সজিব-প্রাণবন্ত।

প্যানেল ডিসকাশন

দুপুর তিনটায় শুরু হয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে স্থায়ী প্যানেল ডিসকাশন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে দুই দলের মোট দশ সদস্যের প্যানেলের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা পুরো আয়োজনকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। প্যানেল ডিসকাশনে আমাদের দেশকে, দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পেরে আমরা তৃপ্ত।

অবু জুনিয়র হাইস্কুলের তিনটি মূল লক্ষ্যের একটি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের পিপাসাকে জাগ্রত করা। লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়নে প্রতিবছর তারা নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট কিছু গোল। যা সম্পূর্ণভাবেই নিবেদিত ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে। পঞ্চাশ বছর বয়সী এ খেলার মাঠ। এছাড়াও মোট ৪৩টি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ২৩টি ব্যবহৃত হয় সাধারণ ক্লাস আর ২০টি ব্যবহৃত হয় বিশেষ ক্লাসের ক্ষেত্রে। স্কুলে মোট ৬শ ৬৬ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে ৪৬ জন শিক্ষক। এসব মৌলিক তথ্যসমূহ প্রদানের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক সভা শুরু করেন। এরপর আমাদের অর্থাথ JICA (Japan International Co-operation Agency)-এর Youth Invitation programme-এর সমাজকল্যাণ গ্রুপের ১৩ জনকে নিয়ে তিনি বের হলেন স্কুল পরিদর্শনে। পরিদর্শনে গিয়ে স্কুল কিচেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ মেন্যু নির্বাচনে সচেতনতাও আমাদের মুগ্ধ করেছে সমানভাবে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্প্যুটার পরিচালনাসহ Internet Access Facility আমাদেরকে আকর্ষণ করেছে অধিক হারে। আমাদের দেশে জুনিয়র হাইস্কুল তো নয়ই অনেক ক্ষেত্রে কলেজ পর্যায়েও এ ধরনের সুবিধা অকল্পনীয়। এ সময় আরো ভাল লেগেছে যখন দেখেছি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিজ উদ্যোগে স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষায় (আসুন স্বাগতম ইত্যাদি) বিভিন্ন শব্দ লিখে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

আমরা যখন ছাত্র

পরিদর্শনশেষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় মিউজিক ক্লাসে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত না হোক অন্তত এর আদর্শকে গ্রহণ করে কি আমরা শুরু করতে পারি না পরিবর্তনের প্রথম ধাপ?